টিকটকে ফ্যামিলি শেয়ারিং ফিল্টার

শর্ট-ফর্ম ভিডিওর শীর্ষস্থানীয় প্ল্যাটফর্ম টিকটক। এখন পর্যন্ত তারা একাধিক নতুন ফিচার নিয়ে কাজ করছে। কিশোর-কিশোরীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য উল্লেখযোগ্য দুটি উদ্যোগ ঘোষণা করেছে।

পিতামাতা ও অভিভাবকদের মূল্যবান সব ফিডব্যাকের ফলে টিকটক তাদের ফ্যামিলি পেয়ারিং ফিচারের মাধ্যমে কনটেন্ট ফিল্টারিংয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। তাই এখন অপ্রাপ্তবয়স্করা কনটেন্টগুলো দেখছে তাদের পিতামাতা বা অভিভাবকরা সেগুলো আরও বেশি করে কাস্টমাইজ করতে পারবেন।

অভিভাবকরা তাদের কিশোর-কিশোরীদের জন্য যেসব শব্দ, হ্যাশট্যাগ এবং থিমকে অনুপযুক্ত মনে করেন সেগুলো কনটেন্ট ফিল্টারিং টুল ব্যবহারের মাধ্যমে ফিল্টার করতে পারবেন। এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের সন্তানদের জন্য একটি উপযুক্ত অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে পারবেন।

নিরাপত্তার কাঠামোকে সুসংহত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে টিকটকের সঙ্গে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন। যার মধ্যে রয়েছে ফ্যামিলি অনলাইন সেফটি ইনস্টিটিউট। বিশেষজ্ঞদের দক্ষতার মাধ্যমে টিকটক অভিভাবকদের উদ্বেগ দূর করে এবং একই সাথে অনলাইনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের অধিকারও রক্ষা করে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, টিকটক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং অভিভাবকদের যুক্ত করা কিওয়ার্ডগুলো কিশোর-কিশোরীরা দেখতে পায়। টিকটকের এই স্বচ্ছতা অনলাইনে নিয়ন্ত্রণ এবং এর নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করতেও উৎসাহিত করে। সেই সঙ্গে সন্তান এবং পিতামাতার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়াকেও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

টিকটকের নতুন কনটেন্ট ফিল্টারিং ফিচারটি ব্যবহার করলে ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সী ব্যবহারকারীরা তাদের বয়স অনুযায়ী অনুপযোগী বা জটিল বিষয়ের কনটেন্টগুলো আর দেখতে পারবে না। ফ্যামিলি পেয়ারিং ছাড়াও প্লাটফর্মটি চালু করেছে ইয়ুথ কাউন্সিল। তরুণ ব্যবহারকারীদের জন্য এটি টিকটকের নতুন একটি উদ্যোগ। টিকটকের নীতি ও ফিচার তৈরিতে তরুণরা এতে আরও সক্রিয় হতে পারেন। কিশোর-কিশোরীদের ধারণা, নতুন

ভাবনা এবং যেকোনো উদ্বেগ শেয়ার করার জন্য ইয়ুথ কাউন্সিল একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। ফলে টিকটক কমিউনিটিকে আরও নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে তারা অবদান রাখতে পারবে।

সূত্র: টেকক্রাঞ্চ

ফেসবুকে রিচ বাড়ানোর উপায়

ফেসবুকে মনেটাইজেশন পাওয়ার জন্য অনেকেই এখন চেষ্টা করেন। নানা ধরনের কন্টেন্টের মাধ্যমে তারা নতুন নতুন ভাবনা মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। সফলও হোন অনেক সময়। কিন্তু অনেকেরই অভিযোগ, একটা নির্দিষ্ট সময় পর ফেসবুকে রিচ বাড়ছে না।

আজকাল কন্টেন্ট বানানোর ক্ষেত্রে অনেকটা ট্যুরিং বা নিজের মতো করে মুহূর্তকে গুছিয়ে দেখাতে চান অনেকে। কিন্তু বেসামাল কন্টেন্টের এই যুগে সবাই একটিভ রিচ পাওয়ার ক্ষেত্রে একটু পিছিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে।

সচরাচর আমরা ফেসবুকে রিচ বাড়ানোর জন্য বিজনেস স্যুট ব্যবহার করি। আবার অনেকে নানা গ্রুপে যোগ দেন। ফেসবুকে প্রচুর সময় ব্যয় করে নতুন বন্ধু বানান। আবার অনেক সময় ফেসবুক পেজে বা গ্রুপে নিজের পোস্টের প্রমোশন করেন। কেউ কেউ টাকা খরচ করে বুস্ট করে ফেলেন। সেসবের আসলে প্রয়োজন হয় না। আপনার পেজের ইনিশিয়াল রিঅ্যাকশন বাড়ানোর জন্য পেজের আউটলুকটি পজিটিভ রাখতে হবে। সুন্দর করে গোছানো একটি পেজ সবসময় রিচ পাওয়ার সুযোগ বেশি রাখে।

সেক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিজেদের অ্যালগরিদম পরিবর্তন করে ফেসবুক। অর্থাৎ আজ যে পদ্ধতিতে রিচ বাড়াচ্ছেন কয়েক মাস বা কয়েকদিন পর সেই পদ্ধতিতে রিচ না-ও বাড়তে পারে। এছাড়াও ফেসবুক কখনই নিজেদের অ্যালগরিদম বা মডারেশন পলিসি নিয়ে জানায় না। সুতরাং নির্দিষ্ট ঠিক কোন কোন পদ্ধতিতে আপনার ফেসবুক পেজের রিচ বাড়বে

তা বলা বেশ কঠিন।

পর্যটক নিয়ে মহাকাশে যাচ্ছে ভার্জিন গ্যালাক্টিকের মহাকাশযান

দীর্ঘদিন থেকে মহাকাশ পর্যটন চালুর জন্য কাজ করছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান ভার্জিন গ্যালাক্টিক। এবার আগস্ট মাসে প্রথমবারের মতো পর্যটক নিয়ে মহাকাশ ভ্রমণে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ভার্জিন গ্যালাক্টিকের প্রতিষ্ঠাতা রিচার্ড ব্রনসন। ‘গ্যালাক্টিক ২’ নামের এই মহাকাশ ভ্রমণের জন্য গুনতে হবে সাড়ে চার লাখ মার্কিন ডলার। বাণিজ্যিক এ মহাকাশযাত্রায় তিনজন পর্যটককে মহাকাশে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ভার্জিন গ্যালাক্টিক।

মহাকাশযানের ক্রু হিসেবে কারা থাকবেন, তাঁদের নাম এখনো জানা যায়নি। তবে ভার্জিন গ্যালাক্টিকে মহাকাশযানটির সঙ্গে একটি ক্যারিয়ার প্লেন যুক্ত থাকবে। ফলে যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যে মহাকাশে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। পর্যটকেরা মহাকাশে পৌঁছানোর পর ‘জিরো গ্রাভিটি’ বা ওজনহীনতার অভিজ্ঞতা নেওয়ার পাশাপাশি পৃথিবীকে দূর থেকে দেখতে পারবেন। ভার্জিন গ্যালাক্টিক জানিয়েছে, মহাকাশ ভ্রমণের ভিডিও অনলাইনে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

ইলন মাস্কের স্পেসএক্স এবং জেফ বেজোসের ব্লু অরিজিন মহাকাশ পাড়ি দিতে রকেট ব্যবহার করলেও ব্রনসনের পদ্ধতিটি আলাদা। এর জন্য দীর্ঘদিন ধরে গবেষণাও করছেন ব্রনসন। এক্স ১, এক্স ১৫ নামের বিমান দিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। এক্স ১৫ এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দ্রুতগতির বিমান।

সূত্র: ডেইলি মেইল

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চ্যাটজিপিটির কোড ইন্টারপ্রেটার বাড়াচ্ছে ডাটা সায়েন্টিস্টদের শঙ্কা

এমনিতেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশে চ্যাটজিপিটি এক অনন্য মাইলফলক। নানা সমস্যা থাকার পরও চ্যাটজিপিটির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। চ্যাটজিপিটি কি মানুষের জায়গা দখল করবে কি-না তা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলছে। অনেকেই বলেছেন তা সম্ভব নয়। তবে সম্প্রতি তাদের ‘কোড ইন্টারপ্রেটার’ নামে এক ফিচার কিছু আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে।

মাত্র কয়েক মাসেই চ্যাটজিপিটি আর সামান্য চ্যাটবট নেই। বরং এটি আরও বেশি সক্ষম। যেকোনো ডাটা সায়েন্টিস্টের জন্য এর সক্ষমতার পাল্লা অনেক বড় হুমকি। সেগুলো একটু বিস্তারিত জানানো জরুরি।

ডাটা বিশ্লেষক চ্যাটজিপিটি
একজন ডাটা সায়েন্টিস্টের কাজ কি? তিনি অনলাইনে কোনো একটি ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য ডাটা বিশ্লেষণ করেন। এভাবেই কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে তিনি পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু জিপিটি-৪ এখন নিজেই সে জায়গা দখল করে নিয়েছে। নতুন কোড ইন্টারপ্রেটর ফিচারই মূলত সমস্যা। এই প্লাগিন দিয়ে কোড রান করা যায়, চার্ট তৈরি করা যায়, ডাটা বিশ্লেষণ করা যায়, অঙ্ক কষা যায়, ফাইল এডিট করা যায়। তাহলে ভাবুন অবস্থা।

ডাটা ফরম্যাট ব্যাপার নয়
কোড ইন্টারপ্রেটর প্লাগিনের আরেকটি সুবিধা নিয়ে কথা বলা জরুরি। আপনি এখন যেকোনো আনফরমেটেড ডাটা পিডিএফ আকারে চ্যাটজিপিটিতে দিতে পারবেন এই প্লাগিনের সাহায্যে। চ্যাটজিপিটি তা বিশ্লেষণ করবে। পরবর্তীতে একটি টেবিল লেয়াউটের মাধ্যমে ডাটা ফরম্যাট করে দিতে পারবে। আপনাকে সবচেয়ে ভাল ফলাফলটিই এনে দিবে। দীর্ঘ ফরম্যাট নিয়ে খুব দ্রুতই প্লাগিনটি কাজ করতে পারে।

ব্যক্তিগত ডাটাবিজ্ঞানী
এই প্লাগিন পেলে আপনার কত সুবিধা ভাবুন। আপনি এখন যেকোনো ফাইল

বা ডাটা আপ্লোড করতে পারবেন আর চ্যাটজিপিটি তা বিশ্লেষণ করে আপনায় পরামর্শ দেবে।

সৃজনশীলতার ঘাটতি নেই
মে মাসে একজন ব্যবহারকারী চ্যাটজিপিটিতে সিএসভি ফাইল আপ্লোড করেন। তিনি চ্যাটজিপিটিকে একটি জিআইএফ ম্যাপ বানাতে বলেন। উল্লেখ্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের এক লাইটহাউজে থাকেন। তিনি এই লাইটহাউজের ম্যাপ চেয়েছিলেন। তিনি যে ফাইল দিয়েছিলেন সেখানে ম্যাপে অনেক জায়গা ছিল কালো। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডেই চ্যাটজিপিটি তাকে নির্ভুল ম্যাপ দিয়ে দেয়।

সঙ্গীতের সমঝদার
এবার টুইটার থেকে একটি উদাহরণ আনতে হয়। টুইটারের এক ব্যবহারকারী ৩০০ ঘণ্টার স্পটিফাই ফেবারিট প্লেলিস্ট বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন। চ্যাটজিপিটি বিশ্লেষণ করে তাকে স্পটিফাই এপিআই কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে।

ভিডিও এডিটর
কোড ইন্টারপ্রেটরের খেল তো এখানেই শেষ নয়। এটি অন্য ধরনের ফাইল নিয়েও কায়দা দেখাতে পারে। একজন জানিয়েছেন তিনি জিআইএফ থেকে এমপিফোর ফাইন কনভার্ট করেছেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

থ্রেডসে নেই যেসব ফিচার

এই মুহূর্তে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্লাটফর্ম ইনস্টাগ্রামের থ্রেডস। টুইটার অবশ্য তাদের নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীকে নকলবাজ বলছে তবে টুইটার থেকে থ্রেড অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা। তাই আপাতত এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক বাদ দিলে থ্রেডসে কিছু ঘাটতি আমাদের নজরে পড়তে বাধ্য।

যেহেতু সদ্য প্লাটফর্মটি চালু হয়েছে তাই সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবার সময়ও এসেছে। আশা করা যায় পরবর্তীতে নতুন ফিচার যুক্ত হবে। তবে

চালু হওয়ার পর থেকেই থ্রেডস জ্বরে ভুগছে পৃথিবী। টুইটারের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে সবাই এখানে অন্তত নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। কিন্তু তাদের অভিযোগের পাল্লাও ভারি হয়েছে। তাদের কাছে মনে হয়েছে কিছু জিনিস থাকলে ভালো হতো।

ইমোজি নেই
কোনো টেক্সট লেখার ক্ষেত্রে আজকাল ইমোজি এত জরুরি হয়ে পড়েছে যে সবাই চায় ইমোজি থাকুক। কিন্তু থ্রেডস শুধু টেক্সট নিয়ে কাজ করবে। এখনও তারা ইমোজি যুক্ত করেনি। ধারণা করা হচ্ছে, দ্রুতই এর সমাধান হবে।

হ্যাশট্যাগ
হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করলে কোনো পোস্ট বা রিলেটেড পোস্ট বের করা হয় সহজ। কিন্তু থ্রেডসে এই হ্যাশট্যাগই নেই। তারমানে পরবর্তী এই ফিচারটিও আপনারা পাচ্ছেন না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হ্যাশট্যাগ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ফিচার সামনে আনে। সেটিই বলছি।

ট্রেন্ডিং টপিক তাহলে কই
যেহেতু হ্যাশট্যাগ নেই তাই ট্রেন্ডিং টপিকও আপনি থ্রেডে পাবেন না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যবহারকারীদের আগ্রহ জিইয়ে রাখতেই ট্রেন্ডিং টপিক অনেক জরুরি। কিন্তু থ্রেডে অন্তত সেটা নেই।

অল্ট টেক্সট এডিট করা যায় না
অল্ট টেক্সট থাকলে অ্যাপ ব্যবহার করা অনেক সহজ হয়। স্ক্রিন রিডার সাপোর্ট আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জেনারেট করা ছবির ডেসক্রিপশনের জন্য এই ফিচার অবশ্যই জরুরি। মেটা যদিও এ বিষয়ে এখনও বিস্তারিত কিছুই জানায়নি। তবে আশা করা যায় এটিও যুক্ত হবে।

সূত্র: ইত্তেফাক

থ্রেড অ্যাকাউন্টের প্রথম সমস্যা

মেটা সম্প্রতি চালু করেছে থ্রেডস। এটি মূলত টুইটারের মতো মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম। অ্যাপ ভিত্তিক এই পরিষেবা চালুর সঙ্গে সঙ্গে ১ কোটিরও বেশি ব্যবহারকারীর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বিশ্বের ১০০টি দেশ লগইন হয়েছে থ্রেডস। এই অ্যাপটি যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তাই তাতে কিছু সমস্যা তো রয়েছেই। থ্রেডস অ্যাপে এখন সবথেকে বড় সমস্যা হল, গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট ডেটা ডিলিট করা।

থ্রেডস অ্যাপে আপনার অ্যাকাউন্ট ডিলিট করতে গেলে আপনাকে ইনস্টা অ্যাকাউন্টও মুছে ফেলতে হবে। খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে আপনার থ্রেডস অ্যাকাউন্টের সব ডেটা মুছে ফেলতে আপনাকে প্রকৃতপক্ষে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা ডিলিট করতে হবে। এটা অবশ্যই একটা বড় সমস্যা।

থ্রেডস ব্যবহার করতে গেলে এখন সবথেকে সমস্যার বিষয়টাই হল গ্রাহকের নিরাপত্তা। প্রাইভেসি সচেতন গ্রাহকদের কাছে যা বড়ই চিন্তার বিষয়। নতুন অ্যাপটির এফএকিউ (FAQ) পেজে লেখা হচ্ছে, ‘পৃথক পোস্ট আপনি সবসময়ই মুছে ফেলতে পারেন। তবে আপনার থ্রেড প্রোফাইল এবং ডেটা মুছে ফেলতে আপনাকে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটাই মুছতে হবে।’

আসলে এটি তো ইনস্টাগ্রামের ডেভেলপরাদের তৈরি। তাই এর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ইনস্টাগ্রামের হাতে থাকাটাই স্বাভাবিক। আপনার থ্রেডস প্রোফাইলটি যদি ডিঅ্যাক্টিভেট করতে যান, তাহলে আপনার সেই প্রোফাইল থেকে করা সমস্ত পোস্ট, ইন্টার্যাকশন, কমেন্ট ইত্যাদি অদৃশ্য হয়ে যাবে। তবে তার মানে এই নয় যে, আপনার থ্রেডস ডেটা ডিলিট হয়ে যাবে। তা কিন্তু একেবারেই নয়। আপনার ডেটা ইনট্যাক্ট থাকবে ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে এর কোনও প্রভাব পড়বে না।

আপনি যখন থ্রেডস প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট খুলছেন, তখন তা নিজে নিজেই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লিংক হয়ে যাবে লগইনের জন্য। মেটার প্রাইভেসি পলিসি অনুযায়ী, আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের সেই তথ্য বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়। তার মধ্যে যেমন

আপনার প্রোফাইল ইনফো থ্রেডসে ইম্পোর্ট করার বিষয় রয়েছে, তেমনই আবার আপনার পছন্দ অনুসারে ফিড টেলর করার ব্যাপারও।

সূত্র: দ্য ভার্জ

আসছে টিকটক মিউজিক

মিউজিক স্ট্রিমিং অ্যাপ ‘টিকটক মিউজিক’ আনতে যাচ্ছে টিকটকের মূল প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্স। বলা হচ্ছে, স্পটিফাইর মতো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে এই উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানটির। আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের ডিভাইসে ব্যবহার করা যাবে টিকটক মিউজিক। তবে এর জন্য প্রয়োজন হবে টিকটক অ্যাকাউন্ট।

টিকটক মিউজিক বিনামূল্যে ব্যবহারের সুযোগ থাকছে না। প্রতি মাসে সর্বোচ্চ সাড়ে তিন ডলার পর্যন্ত গুনতে হবে ব্যবহারকারীদের। প্রাথমিকভাবে ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়ায় বসবাসকারীরা টিকটক মিউজিক ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।

টিকটক মিউজিক স্ট্রিমিংয়ের পাশাপাশি পছন্দের গান এখন থেকে ডাউনলোড করা যাবে। তাছাড়া, পছন্দের গানের প্লেলিস্ট তৈরির পাশাপাশি নিজের গান বা ভিডিও সরাসরি সম্প্রচারের সুবিধাও পাবেন ব্যবহারকারীরা। ইউনিভার্সেল মিউজিক গ্রুপ, ওয়ার্নার মিউজিক গ্রুপ, সনি মিউজিকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করেছে বাইটড্যান্স। এদিকে, নিজেদের মিউজিক স্ট্রিমিং অ্যাপ ‘রেসো’ বন্ধেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। প্ল্যাটফর্মটি ২০২০ সালে চালু হয়েছিল।

সূত্র: টেকক্রাঞ্চ

□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□– □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□? □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□□ Google, Microsoft, Facebook, Ericsson, Nokia □□□ Qualcomm□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□

□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□-□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

টেলিগ্রামে চালু হচ্ছে স্টোরি ফিচার

প্রায় সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই স্টোরি ফিচারটি যুক্ত হচ্ছে। কারো সঙ্গে আলোচনার উপলক্ষ গড়ার জন্য স্টোরি ফিচারটি কাজের। সম্ভবত সেকথা ভেবেই টেলিগ্রামেও স্টোরি ফিচার চালু হতে চলেছে। টেলিগ্রামের সিইও পাভেল দুরভ অন্তত একথাই জানিয়েছেন।

পাভেল দুরভ জানান, ‘প্রথমে আমরা স্টোরি ফিচার যুক্ত করার বিরুদ্ধে ছিলাম। কিন্তু টেলিগ্রাম ব্যবহারকারীরাই বহুদিন ধরে এই ফিচারের দাবি জানিয়ে আসছে। আমরা চাইনি কারণ স্টোরি ফিচার অন্য সবখানেই আছে। টেলিগ্রাম তো টেলিগ্রাম হতো না যদি ব্যবহারকারীদের দাবি পূরণ করতে না পারতো।’

অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই তারা নতুন ফিচারটি চালু করছে। নতুন এই ফিচার সম্পর্কে আরও তথ্য দিয়েছেন তিনি। এখন আরও নিখুঁতভাবে কারা কারা স্টোরি দেখতে পারবে তা নির্ধারণ করা যাবে। আর স্টোরি একটা বাড়তি অংশে দেওয়া হবে। ফলে টেলিগ্রামে কোনো বাড়তি জায়গা দখল না করেও স্বাভাবিকভাবে স্টোরি দেখা যাবে। এমনকি হিডেন লিস্টে স্টোরি নিয়ে গেলে কোনো কন্টাক্ট যাতে স্টোরি দেখতে না পারে তাও নিশ্চিত করা যাবে।

টেলিগ্রামের স্টোরিতে অনেকগুলো সুবিধা থাকবে। ভিডিও বা ছবি পোস্ট করা যাবে। সেগুলোতে ক্যাপশন দেয়া যাবে৷ সবচেয়ে মজার বিষয় এসব স্টোরি কতদিন নাগাদ দেখা যাবে তাও ব্যবহারকারীরা নির্ধারণ করতে পারবেন। ১২, ২৪, ৪৮ ঘণ্টা এভাবে সময় সেট করা যাবে। টেলিগ্রামের স্টোরি সেভ করে রাখা যাবে। পাভেল দুরভের মতে, ‘টেলিগ্রাম স্টোরিজ যখন প্রোফাইলে সেট করে রাখতে পারবেন তখন আপনার প্রোফাইল আরও বর্ণিল ও সুন্দর হবে। ফলে পরিচিত কন্টাক্টের বাইরেও আপনি আরও এক্সপ্লোর করতে পারবেন।’

□□□□□: □□□□□□□□□□